



কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিদ্যালয় পুনরায় চালুকরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণী :

১। উপজেলা/থানাঃ	কলমাকান্দা		
২। জেলাঃ	নেত্রকোণা		
৩। মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ	১৭২	৪। মোট ক্লাস্টার সংখ্যাঃ	৫টি
৫। মোট ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যাঃ	৩৩০৭৮জন	৬। মোট শিক্ষক সংখ্যাঃ	৭৯৫জন
৭। কোভিড-১৯ পরবর্তী বিদ্যালয় চালু করণের তারিখঃ	১২/০৯/২০২১খ্রি.		
৮। কোভিড কালীন আইসোলেশন সেন্টার হিসেবে ব্যবহৃত বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ	০০টি		
৯। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের নামঃ	জাহানারা খাতুন		
১০। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের ই-মেইলঃ	ueonetkalmak@gmail.com		
১১। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের মোবাইলঃ	০১৮১৬৯৩৭০৫৯		

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় পুনরায় চালু করণে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশিকা/গাইডলাইন অনুসারে গৃহীত কার্যক্রম।

ক. বিদ্যালয় প্রস্তুতকরণ বিষয়ক তথ্যঃ

ক্রমিক নং	বিষয় নির্দেশিকা	গৃহীত কার্যক্রম
১.০	পুনরায় কার্যক্রম চালুকরণ পূর্বে বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- পিপিই উপকরণ সংগ্রহ, বিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বসার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি)	<ul style="list-style-type: none">পিপিই উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছে;বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ও শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে;শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে নিরাপদ শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে;
২.০	হাত ধোয়ার জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ (running water) ও সাবানের ব্যবস্থা আছে/করা হয়েছে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ	১৭২টি
৩.০	বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত স্বাস্থ্য তথ্য সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ বিষয়ক ব্যবস্থাপনাঃ (যেমন- রেজিস্টার প্রস্তুতি, রেজিস্টারে স্বাস্থ্যকর্মী, কমিনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম্বার সংরক্ষণ, ইত্যাদি)	<ul style="list-style-type: none">রেজিস্টার তৈরি করা হয়েছে;প্রয়োজনীয় ব্যক্তিবর্গের (স্বাস্থ্যকর্মী, শিক্ষা অফিসার, মেডিকেল অফিসার ইত্যাদি) মোবাইল নম্বর বিদ্যালয় ও অভিভাবককে সরবরাহ করা হয়েছে;স্বাস্থ্য তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহের জন্য নির্ধারিত ফরমেট প্রতিটি বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে।
৪.০	বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত অবহিতকরণ ও প্রচারণা কার্যক্রমের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- কোভিড-১৯ এ করণীয় ও	<ul style="list-style-type: none">কোভিড-১৯ এ করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়ক বিভিন্ন সভা আয়োজন করা হয়েছে;সভার অংশগ্রহণকারীর ধরণ: শিক্ষক, অভিভাবকসহ বিভিন্ন অংশীজন;



ক্রমিক নং	বিষয় নির্দেশিকা	গৃহীত কার্যক্রম
	বর্জনীয় বিষয়ক বিভিন্ন সভা, সভার অংশগ্রহণকারীর ধরণ, সভার সংখ্যা, সভার বা যোগাযোগের মাধ্যম (গুগলমিট/জুমমিটিং/কল/মেসেঞ্জার) ইত্যাদি	<ul style="list-style-type: none">সভার সংখ্যা: ১৫৬৭টিসভার বা যোগাযোগের মাধ্যম: ফেইস টু ফেইস, গুগলমিট, জুমমিটি, কল/মেসেঞ্জার ইত্যাদি
৫.০	বিদ্যালয় কর্তৃক উপরোক্ত কার্যক্রম সমূহ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ বিষয়ক তথ্যঃ (বিদ্যালয় প্রতি আনুমানিক কেমন অর্থ বরাদ্দ ছিলো/প্রয়োজন হয়েছে, অর্থের উৎস কী ছিলো ইত্যাদি)	<ul style="list-style-type: none">বরাদ্দকৃত অর্থ: কোভিড-১৯ স্কুল সেক্টর রেসপন্স (সিএসএসআর) প্রকল্পের আওতায় উপজেলার ১৭২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১২০০০/- (বার হাজার) টাকা করে সর্বমোট ২০৬৪০০০/- (বিশ লক্ষ চৌষাট্টি হাজার টাকা বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে এছাড়া কোভিড কালীন সময়ে বিদ্যালয় সমূহের স্লিপফান্ড হতে অর্থ স্বম্বয় পূর্বক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।অর্থের উৎস: রাজস্ব ও পিইডিপি ৪, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

খ. বিদ্যালয় কার্যক্রম চলাকালী নতথ্য

ক্রমিক নং	নির্দেশিকা(গাইডলাইন)	গৃহীত কার্যক্রম
০১	ইনফ্রারেড/নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার ম আছে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা	১৭২টি
০২	কার্যক্রম চালুর পর উপজেলায় কোভিডে আক্রান্ত শিক্ষকের আনুমানিক সংখ্যা	০১জন
০৩	কার্যক্রম চালুর পর উপজেলায় কোভিডে আক্রান্ত শিক্ষার্থীর আনুমানিক সংখ্যা	০০জন
০৪	বিদ্যালয় কার্যক্রম চালু অবস্থায় বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের সার সংক্ষেপঃ (যেমন- সারিবদ্ধভাবে বিদ্যালয়ে প্রবেশের ব্যবস্থা, প্রবেশের সময় ইনফ্রারেড/নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা দেখা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাস্ক পরা নিশ্চিত করার জন্য গৃহীত পদক্ষেপ, কেউ অসুস্থ হলে গৃহীত ব্যবস্থা ইত্যাদি)	<ul style="list-style-type: none">সারিবদ্ধভাবে বিদ্যালয়ে প্রবেশের ব্যবস্থা রয়েছে;প্রবেশের সময় ইনফ্রারেড/নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা যাচাই করা হয়েছে;শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাস্ক পরা নিশ্চিত করা হয়েছে;কেউ অসুস্থ হলে তাৎক্ষণিক আইসোলেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
০৫	শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালনায় গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সার সংক্ষেপঃ (যেমন- কোনদিন কোন শ্রেণীর ক্লাশ হবে সেই পরিকল্পনা প্রনয়ন, একই দিনে দুইয়ের অধিক শ্রেণীর কার্যক্রম না রাখা, শিফট ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি)	<ul style="list-style-type: none">শিফটভিত্তিক ব্লেন্ডেড শ্রেণি রুটিন বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছেশিখন ঘাটতি পূরণে পাঠপত্রিকল্পনা প্রতিটি বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছেস্বাস্থ্য বিধি মেনে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপদ শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে

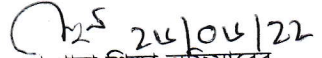


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রণালয়
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর



ক্রমিক নং	নির্দেশিকা(গাইডলাইন)	গৃহীত কার্যক্রম
০৬	শ্রেণী কার্যক্রমের বাইরে ও বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সারসংক্ষেপঃ (যেমনঃ গুগলমিটে/হোয়াটসএপে/ফেসবুক লাইভে ক্লাশ পরিচালনা, সংসদ টিভির কার্যক্রম মনিটরিং হোমভিজিট, ওয়ার্কশিট বিতরণ ইত্যাদি)	<ul style="list-style-type: none">গুগলমিটে/হোয়াটসএপে/ফেসবুক লাইভে অনলাইন ক্লাশ পরিচালনা করা হয়েছে;সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে 'ঘরে বসে শিখি' কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে;হোম ভিজিট এবং ওয়ার্কশিট বিতরণের মাধ্যমে শিখন ঘাটতি হ্রাসের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
০৭	কোভিড পরবর্তী বিদ্যালয় কার্যক্রম পরিচালনায় বিদ্যালয় যেসব সমস্যা পড়েছে তার সারসংক্ষেপঃ	<ul style="list-style-type: none">বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয় ক্যাম্পাস পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাউপস্থিতি নিশ্চিত করা তথা বিদ্যালয় ফিরিয়ে আনাসন্তানকে বিদ্যালয়ে প্রেরণে অভিভাবকদের এক ধরনের ভীতি;স্বাস্থ্য বিধিকে অভ্যাসে পরিণত করা একটি চ্যালেঞ্জ ছিল;শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে নো সামাজিক ভীতি;
০৮	যেভাবে বিদ্যালয় সমূহ উপরোক্ত সমস্যার সমাধান করেছে তার সারসংক্ষেপঃ	<ul style="list-style-type: none">অভিভাবকদের নিয়ে একাধিক সভা আয়োজন করা হয়েছে;স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত পোস্টার, লিফলেট সরবরাহ করা হয়েছে;শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ও রিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে;

সার্বিক মন্তব্য: কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে ১৭ মার্চ ২০২০ খ্রি. তারিখ থেকে উপজেলার ১৭২টি বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম স্থগিত হয়ে যায়। এ সময়ে শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি পূরণে বাড়ি বাড়ি ওয়ার্কশিট বিতরণ করা হয়। তাছাড়া কোভিডকালীন সময়ে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নির্ধারিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ সভার আয়োজন করা হয়। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় পুনরায় চালুকরণের পর প্রতিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের হাত ধোয়া ও মাস্ক পড়ার সঠিক নিয়ম শিক্ষা দেয়া হয় ও যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য বিভিন্নভাবে উদ্বুদ্ধ করা হয়। উপজেলার ১৭২ টি বিদ্যালয়ের ৩৩০৭৮ জন শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ের স্লীপফান্ড হতে বিনামূল্যে পুনঃ ব্যবহারযোগ্য কাপড়ের মাস্ক বিতরণ করা হয়।


উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের
স্বাক্ষর ও সিল
জাহানারা খাতুন
উপজেলা শিক্ষা অফিসার (চ.দা.)
কলমাকান্দা, নেত্রকোণা।